১৯-০৭-১৬ প্রাত :মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - এই ভারত ভূমি নিরাকার বাবার জন্মভূমি , এখানেই বাবা আসেন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজত্ব প্রদান করতে । "

প্রশ্নঃ- শিববাবা নিজের প্রত্যেক বাচ্চাকে দিয়ে কোন্ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন ?

উত্তরঃ-মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিজ্ঞা করো যে , 'আমি কোনো বিকর্ম করবো না । পাঁচ বিকার আমি দান করে দিচ্ছি ।' অন্তরে ভয় থাকতে হবে - যদি দান দিয়ে আমি ফিরিয়ে নিই তবে অনেক পাপ হয়ে যাবে যার জন্য কড়া সাজা খেতে হবে । হরিশচন্দ্রের কাহিনীও এইভাবেই তৈরি হয়েছিল ।

ওম্ শান্তি । এই হলো বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট লাইফ (ছাত্র জীবন) । বাচ্চারা জানে যে আমি তাদের কাছে এসেছি । প্রতি কল্পে কল্পে এসে এই ভারতবাসী বাচ্চাদের রাজ্য-ভাগ্য গড়ে দিই । এই হলো ভারত ভূমি , এখানেই তো প্রতি কল্পে আমার আসা । নিজের ভূমির জন্য অনেক ভালবাসা আর শ্রদ্ধা থাকে । যেমন বিদেশের কোনও বিখ্যাত কারোর মৃত্যু হলে তাঁকে তাঁর স্বভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আবার এখানের বিখ্যাত কেউ বিদেশে মারা গেলে তাঁকে এখানে ফিরিয়ে আনা হয়া স্বভূমির নাম উজ্জ্বল করার জন্য । ভারতকে বলা হয় ভগবানের জন্মভূমি । তোমরা এও জানো যে যাঁকে ভগবান অথবা আল্লাহ্ , পরমাত্মা বলা হচ্ছে তাঁর সামনেই তোমরা বসে আছ । নাম তো অবশ্যই থাকতে হবে । আল্লাহ্ নামে ডাকলেও লিঙ্গের পূজা হয় । ঈশ্বর বা খুদা বললেও তো অবশ্যই তাঁর নিশান চাই । সকলে লিঙ্গের পূজা করে । চিত্রতেও আজকাল দেবতাদের সামনে পরমপিতা পরমাত্মার চিত্র লিঙ্গরূপে দেখানো হয় । উঁনি হলেন সবচেয়ে উঁচুতে , উঁনি নিজে দেহরহিত , নিরাকারা উঁনি মূর্তিবিশিষ্ট নন । তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে আমরা কল্পে কল্পে তাঁর সামনে উপস্থিত হই শিক্ষা গ্রহণ করতে । ভগবানুবাচ অর্থাত্ ভগবান যখন বলছেন তখন তো তিনি অবশ্যই রাজযোগ সম্বন্ধে শেখাবেন । স্টুডেন্ট , যাঁদের তিনি রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তাঁরাই পরবর্তীকালে রাজা -রানী হয়েছিলেন । লড়াই ইত্যাদির কোনও কথা নেই , এই লক্ষ্মী -নারায়ণের বাদশাহী-র প্রাপ্তি কোনও লড়াইয়ের মাধ্যমে আসেনি । একেবারেই না । দুনিয়া জানেই না সত্যযুগে এঁদের রাজ্যলাভ কিভাবে হয়েছিল । তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পার আমরা বাবার থেকে রাজ্যভার নিতে চলেছি । আমরা তাঁরই সামনে বসে , ইনিই বাবা , কৃষ্ণ নন । কৃষ্ণ ছোট বাচ্চা , রচনা । বরাবরের মতো কৃষ্ণও এখন নিজের পদ প্রাপ্ত করতে চলেছে পরে ভবিষ্যতে কৃষ্ণ নামে ভূষিত হবে । এই হলো সমস্ত পড়ার মুখ্য বিষয় । তোমরা জানো , বাবা আমাদের রাজযোগ শেখান । যেমন মানুষ ,মানুষকে পড়িয়ে ব্যারিস্টার , ইঞ্জিনিয়র তৈরি করে । মানুষই তো পড়ার পাঠ পড়ে । তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা মানুষ তবে পতিত । এখন বাবা আমাদের পবিত্র করে তোলেন এবং রাজ্যভার সঁপে দেন ।

পবিত্র দুনিয়াই হবে নতুন দুনিয়া । সেখানেই হবে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার স্থাপন । এখন তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছ । লৌকিক বাবা যেমন বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে আদর করে বুঝিয়ে দেয় , ইনি , পারলৌকিক বাবাও বিচিত্র রূপে (নানা বিষয় ও রূপসমন্বিত) বাচ্চাদের বুঝিয়ে দেন । যাঁর জন্য তোমরা গেয়ে আসছ তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি ...তোমরা জেনেছ এই সময় ইঁনি নিজস্ব ভূমিকা পালন করছেন , ভক্তিমার্গে যা আমরা গানের মাধ্যমে বলি । তোমরা বলো যে আমরা শিববাবার কাছে এসেছি । চিঠিও লেখ - শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মাবাবা । কাউকে পোস্ট দেখালে সে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে - তারা ভাববে শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা এরকম তো কখনও শুনিনি । শিববাবা ব্রহ্মাতনে এসে বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করছেন , সামনে তিনি দাঁড়িয়ে । শিববাবা উপরে অধিষ্ঠান করেন । তিনি ব্রহ্মা দ্বারা যেমন আগেও স্থাপনা করেছিলেন , এখন আবারও ঠিক সেভাবে নতুন করে স্থাপনা করছেন । এখানে সংসার জীবন , ভোগের পথ । রাজবিদ্যা , ব্যারিস্টার পড়ান সেখানে ছেলে বা মেয়ে উভয়েই পড়ে । মেয়েরাও জজ , ব্যারিস্টার , ডাক্তার প্রভৃতি তৈরি হয় । এও এক প্রবৃত্তি মার্গ । সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তি মার্গ , সেটা আলাদারকম । বাবা এই সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন - শঙ্করাচার্য না এলে পবিত্রতার লেশমাত্র থাকত না । ভারত জলকষ্টে একেবারে শেষ হয়ে যেত । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে - ভারতকে রক্ষা করতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন । ভারত অনেক পবিত্র ছিল , পরে অপবিত্রতা ছেয়ে গেছে । ভারত সব হারিয়ে এখন কাঙাল হয়েছে । বলা হয় সোনার লঙ্কা সমুদ্রের নীচে চলে গেছে । লঙ্কা তো এখন সোনার হতেই পারে না । বসে বসে এইসব কাহিনী লেখা হয়েছে যাতে কোনও লাভ হয়না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে চিরকাল বাবা আমাদের সহজভাবে স্মরণের বল দ্বারা কত উচ্চ করে গড়ে তোলেন । বাবা প্রতিজ্ঞা করেন , নিরন্তর স্মরণ করার পুরুষার্থ করলে তবে বিকর্ম বিনাশ হবে । ভক্তিমার্গেও তো স্মরণের মাধ্যমে পুরুষার্থ করেছ । স্মরণ কেন করতে হয় ? যাতে আমাদের সাক্ষাত্কার হতে পারে । স্মরণ কিন্তু এভাবে নয় যে , কৃষ্ণপুরীর বাদশাহী পাওয়া যাবে বা আমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাব , না , একেবারেই নয়া তোমাদেরও এই আশা ছিল , আমরা মানুষ থেকে দেবতা হব । গেয়েও থাকে মানুষ থেকে দেবতা করে ... তোমরা দেখতে পাও বরাবর কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসে । কলিযুগে মানুষের সংখ্যা বহুরও অধিক । সত্যযুগে এক ধর্মের স্থাপনা হবে । তোমাদের এখন আত্মা -পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো , দুনিয়ায় এমন একজন মানুষও নেই যার আত্মার জ্ঞান আছে । আত্মাতে ৮৪ জন্মের পার্ট কিভাবে গ্রথিত হয়েছে তা কেউ জানেনা । এইরকম শব্দও কেউ কখনও শোনেনি । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , পতিতপাবন , নিরাকার । তোমরা জেনেছ আমরা আত্মারা এখন পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছি । সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মা । পাপ আত্মারা এখানে । অনেক দান -পুণ্য করলেই যে তাকে পুণ্য আত্মা বলা যাবে সেরকম কিছু নয় । পুণ্য আত্মা সব সত্যযুগেই বিরাজ করো এখানে যে মানুষ দানপুণ্য করে তাঁকে পুণ্য আত্মা মনে করে । ওখানে তোমাদের দানপুণ্য ইত্যাদি করার দরকারই থাকে না , কারন গরীব বলে ওখানে কেউ হয়না । সবসময়ে তোমরা ওখানে পুণ্য আত্মারূপে বিরাজিত । তোমরা তন , মন , ধন সব কিছু বেহদের বাবার উদ্দেশে দিয়ে দাও , যাকে আত্ম -বলিদান বলা হয়ে থাকে । বাবা জিজ্ঞেস করেন "প্রথমে আত্মবলি আমি দিই নাকি

তোমরা ?" বাবাই আবার উত্তর দেন - "প্রথমে তোমরাই আত্মবলি দাও সেইজন্যই বলিদানের ফলস্বরূপ ২১ জন্মের বাদশাহী অর্জন করতে পার ।" এই সমস্ত কথা এখন তোমরা যথার্থই বুঝতে পার , সামনাসামনি বসে শুনছ যে ! ঘরে থেকে যে মুরলি শুনছ তা' তোমরা মাধ্যম দ্বারা দূর থেকে শুনছ । এখন তো বাবার সম্মুখে বসে আছ । বাবা বাচ্চাদের বলেন -"আমি তোমাদের বাবা । কোনও অন্ধশ্রদ্ধার কথা নয় । আমিই তোমাদের বাবা , তোমাদের শিক্ষক ।" বাবাকে যথার্থভাবে জানলে তিনি শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাচ্চাদের শিক্ষা দেন , এই সারা জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে । ৮৪ চক্রের জ্ঞানও তোমাদের বোঝানো হয় । যার ৮৪ জন্মের চক্রে আসার পার্ট নেই সে এসব কিছুই বুঝবে না । তোমরা বুঝতে পারছ চিরকাল ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করে আমরা ঘরে ফিরে যাই । বাবা বলেন - তোমরা , আত্মারা অশরীরী এসেছিলে আবার অশরীরী হয়েই ফিরতে হবে । তোমরা পবিত্র আত্মায় পরিণত হয়ে ফিরে যাও । পবিত্র হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ । যোগবল অর্থাত্ স্মরণের বল দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে উঠবে । যোগ শব্দ শাস্ত্রে লেখা , আর সঠিক শব্দ হলো স্মরণ । স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে স্মরণ করে যেমন , উভয়েই স্মরনের দ্বারা যোগযুক্ত হয়ে থাকে , বুঝতে পারছ যোগ অর্থাত্ স্মরন । বাবাও বলেন - মামেকম্ ইয়াদ করো অর্থাত্ আমাকে স্মরণ করো এবং সকল সম্বন্ধীয় সম্পর্কের সাথে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে আমি , নিজের বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়ে নাও । স্মরণ করো । যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । চিরকাল প্রতি কল্পে ভারতের হস্তে বিশ্বের রাজত্ব ন্যস্ত হয়েছে । শিব জয়ন্তীও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ । যেমন বুদ্ধ , ক্রাইস্ট-এনাদের মতো আরও কারোর জন্ম-জয়ন্তী পালন হয় ঠিক তেমনই শিব-জয়ন্তী পালন হয় এবং এই শিব-জয়ন্তীই হয় উচ্চ থেকেও উচ্চ । কৃষ্ণ-জয়ন্তীও প্রসিদ্ধ । কিন্তু কৃষ্ণ সৃষ্টিতে এসে কি করেন এইসব কেউ কিছুই জানে না । কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার ছিলেন । অবশ্যই তাঁকে কেউ এমন কর্ম করতে শিখিয়েছিলেন যাতে সত্যযুগের রাজকুমার হতে পেরেছেন । ছোট শিশু তো পবিত্রই হয় । সেখানে বিকারের কোনও কথা হয়না , বাচ্চা শুদ্ধ থাকে । ভগবান তো একই নিরাকার , এক এবং অদ্বিতীয় । বাকি সব রচনা । রচনা দ্বারা কখনও রচনার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়না । বরসা অর্থাত্ সত্যযুগের রাজ্য অধিকার শিববাবার থেকেই প্রাপ্ত হবে । ভাই ভাইয়ের থেকে বরসা পেতে পারেনা । তোমরা সব ভাই-ভাই , ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ । বাবা তো একমেবাদ্বিতীয়ম (এক এবং অদ্বিতীয়) , সত্যযুগের রাজ্য অধিকার তাঁর থেকেই তো পাওয়া যায় । সব ভাইদেরই সদগতিদাতা এক বাবাই । সব আত্মাদের বাবার থেকে বাদশাহী প্রাপ্তি হচ্ছে । বাবা বলেন - আমি এসে আত্মাদের পড়াই , আত্মাদের সদগতি প্রদান করি । বাবা স্বয়ং রাজযোগ শেখান । এই পাঠাভ্যাসের দ্বারা পদপ্রাপ্তি তোমরা এখানে পাবেনা । ব্যারিস্টার ইত্যাদি এই জন্মের প্রাপ্তি , আবারও অন্য জন্ম নিয়ে আবারও পড়ে । তোমরা জানো এই আধ্যাত্মিক পাঠাভ্যাসে আমরা ২১ জন্মের জন্য প্রারব্ধ ভোগ করি । ওখানে সত্যযুগে ডাক্তার ইত্যাদি কেউ হয়না । ওখানে রোগভোগের বালাই নেই । ওখানে তোমরা গর্ভমহলে থাক । এখানে গর্ভজেলে থাক যেখানে অনেক সাজা পেতে হয় , তখনই সবাই ডাকতে থাকে এই অন্ধকারময় জেল থেকে বাইরে নিয়ে এস , আমরা আর ভুল করবনা, ধর্মরাজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো এখানে তোমাদের শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে । বাবা আমরা আর কোনও বিকর্ম করবনা।

পাঁচ বিকারের ভারার্পণ করে দিলাম । বাবা জানেন যে বিকার এইভাবে চট্-জলদি শেষ হওয়ার নয়। অন্তরে ভয় থাকতে হবে, আমরা বিকার দান করে আবার নিয়ে নিলে বড় পাপের বোঝা চেপে যায়। রাজা হরিশচন্দ্রই এর উদাহরণ । বাবা জানেন ৫ বিকার এইভাবে যাবেনা , সময় লাগবে । তোমাদের কর্মাতীত অবস্থায় লড়াই শুরু হবে । এই পাঁচ বিকারই হলো সবচেয়ে বড় শত্রু । তার মধ্যে মুখ্য হলো এক, দেহ-অভিমান, এর দান দেওয়া বড় কঠিন । বাবা বারবার বলছেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি-বাবাকে স্মরণ কর । কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছেনা । দেহ-অভিমানী হওয়ার কারনে কামবিকারের পাকচক্রে পড়ে । দেহ-অভিমান সবচেয়ে জোরালো । দেহী-অভিমানী হতে দৃঢ় ও অবিরাম উদ্যম আর সাধনা করতে হয় । মুখ্য দেহ-অভিমান-এর অর্থাত্ কামবিকারে জড়িয়ে যাওয়ার জন্যই পাপ হয় । দানে পাঁচ বিকারকে উত্সর্গ করতে সময় ব্যয় হয়ে যায় । সাজন ব্যতীত সজনীরা যেতে পারেনা , মুক্তিধামে । সর্বাগ্রে শিবসাজনকে পরমধাম থেকে আসতে হয় । তারপরে পতিত আত্মাদের পবিত্র করে সাজন সকল আত্মাদের নিয়ে যান । কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছনো পর্য্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে । দেহ-অভিমান এসে গেলে আবারও ভুল হয়ে যায় । বলে , বাবা দেহ-অভিমানে এসে বিকারে পড়েছি । তুফান নিয়ে মায়া তো সামনে আসবেই , কিন্তু বিকারের সংকল্প এলেও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কখনও কোনও পাপ যেন না হয় । মায়াজিত হতে অনেক অধ্যবসায় লাগে । বাবা বলেন - বিবাহ বন্ধনে থেকেও যদি পবিত্রতা ধারণ করে চলতে পার তবে তা সন্ন্যাসীদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হবে । ত্যাগ আর ধারণের সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যাওয়াতেই তোমার আমদানি । পবিত্রতা রক্ষা করতে পারলে উচ্চতর পদ পাওয়া যাবে । তখন নিজে থেকে সব তোমাতেই উত্সর্গ করে দেবে । বাবাও মহিমা করেন । পবিত্র থাকলেও কিন্তু স্মরণের অভ্যাস জারি রাখতে হবে । যোগ মুহুর্মুহু বিঘ্নিত হয় , দেহ-অভিমান এসে যায় । পবিত্র থাকা অত্যন্ত জরুরী ,পবিত্রতার দ্বারাই পবিত্র দুনিয়াতে রাজত্ব করার অধিকার পাবে । কিন্তু মায়াও তার প্রভাব বিস্তার করবে , নানাভাবে আঘাত হানবে । বাবা বোঝাতে থাকেন এই সবই অবশ্যম্ভাবী । বাহাদুরি দেখালেও কিন্তু সাথে সাথে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে । যাঁরা পুরুষার্থ করার শ্রেষ্ঠ কারিগর মায়া তাঁদেরই বারেবারে বিরক্ত করে । স্মরণের পথে নানাবিধ সমস্যা আসে । যাঁরা এই পথে টিকে থাকতে পারেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হয় অনুভবের কথা । কি তারা বুঝেছেন ,কিভাবে থাকেন । স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হয় । এই কথা একেবারেই আলাদা , নতুন । এখানে বসে আছ তাই নেশাও উর্ধমুখী অর্থাত্ বাবার সম্মুখে বসে থাকায় তোমাদের পুরুষার্থ করার ইচ্ছাও প্রবল । তোমরা এও বুঝতে পার ভগবান একই , নিরাকার এবং তিনি কৃষ্ণ নন । বাস্তবে কৃষ্ণ সম্পর্কে শাস্ত্রে লেখা হয়ে থাকে - খুঁটির সাথে বাঁধা , কারন এই-এই দুষ্টুমি করেছে . . . সেরকম কোনও ঘটনা হয়ই না। এরা কৃষ্ণেরও গ্লানি করে ,অপমান করে । কৃষ্ণের মধ্যে কোনও অপগুণ ছিলনা । চঞ্চলতা ! সেও তো একরকম অপগুণেরই সামিল । কৃষ্ণ তো একেবারে মর্যাদাপূর্ণ পুরুষোত্তম । তাঁর মহিমা গাওয়া হয় - সর্বগুণসম্পন্ন . . . গাওয়া হয়ে থাকে গুরু ব্রহ্মা , গুরু বিষ্ণু . . .তোমরা বলো , আমাদের কোনও গুরু নেই । আমরা এনাকে না গুরু না ঈশ্বর বলে মানি । পতিতপাবন তো একই , নিরাকারা সাকার গুরু কোনও পতিতপাবন হতে পারেনা । এখন তো তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার পুরো জীবন

রহস্য জেনেছ । ৫ হাজার বছরের মধ্যে শিববাবার ভূমিকা কি - তা' তোমরা জেনেছ , বাবা দ্বারা। বাবা তো জ্ঞানসম্পন্ন তাই না ! সুখ -শান্তি , আনন্দের সাগর . . . এই মহিমা করা হয় শিববাবার উদ্দেশে । বাবার কাছে ধনরত্নের সম্ভার (বাবার অষ্ট শক্তি আর সপ্ত গুণ) আছে যখন তা অবশ্যই বাচ্চাদেরই প্রদান করবেন । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি /সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা , বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার (পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের(আত্মাদের) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো ভুল করা চলবে না । পবিত্র থাকার সাথে সাথে স্মরণেও মজবুত হতে হবে ।

২) সদা পুণ্য আত্মা হতে তন -মন -ধন দ্বারা বাবার কাছে আত্ম বলিদান করতে হবে । একবার আত্মাকে সমর্পণ করতে পারলে ২১ জন্মের জন্য পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়ে যাবে ।

বরদান :- নিজের স্মৃতি , বৃত্তি এবং দৃষ্টিকে অলৌকিক বানানোর কারিগর হয়ে সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হও ।

বলা হয়ে থাকে - " যেমন সংকল্প তেমন সৃষ্টি " । নতুন যে সৃষ্টি রচনা করার নিমিত্ত বিশেষ আত্মারা রয়েছে তাদের এক -এক সংকল্প শ্রেষ্ঠ অর্থাত্ অলৌকিক হতে হবে । যখন স্মৃতি -বৃত্তি এবং দৃষ্টি অলৌকিক হয়ে যায় তখন এই দুনিয়ার কোনও ব্যক্তি বা কোনও বস্তু নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে পারেনা । যদি আকর্ষিত করে তবে বুঝতে হবে অলৌকিকতার ভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি । অলৌকিক আত্মারা সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকবে ।

স্লোগান :- হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ বা শক্তি সমাহিত হলে তবে মনে কোনও সমস্যার আভাসমাত্র হবে না ।